Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৪ মার্চ, ২০১৭

৪০ বর্ষ ১১ সংখ্যা ১৩ মার্চ, ২০১৭, সোমবার, ২৯ ফাল্গুন, ১৪২৩

কালা কানুনের প্রতিবাদে ছাত্র-যুবদের পথ অবরোধ জেলা জুড়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১১ মার্চ : আজ রাজ্য সরকারের কালা কানুনে গ্রেপ্তার ছাত্র-যুব নেতৃবৃন্দকে নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে পথে নামলেন ছাত্র-যুবরা। ভারতের ছাত্র ফেডারেশন ও ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে এদিন বর্ধমান শহর সহ জেলার সর্বত্রই কোলকাতায় গ্রেপ্তার হওয়া ছাত্র-যুব নেত্রীবৃন্দের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে প্রতিবাদ মিছিল, পথসভা ও রাস্তা অবরোধ হয়েছে।

আসানসোল, দুর্গাপুর, বুদবুদ-গলসী, ভাতার, জামালপুর ও কাটোয়া, কালনায় সর্বত্রই ছাত্র-যুবরা এই আন্দোলনে সামিল হন ছাত্র-যুবরা। এদিন বর্ধমান শহরে কার্জন গেটের সামনে ছাত্র-যুবরা মিছিল করে এসে রাস্তা অবরোধ করেন। ব্যস্ততম রাস্তা থাকা সত্ত্বেও প্রায় আধ ঘন্টা ধরে এই অবরোধ কর্মসূচি পালিত হয়। শ্লোগান ওঠে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে, কালা কানুন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে, ছাত্র-যুব নেত্রীবৃন্দকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। কালনাতেও পথ অবরোধ ও মিছিল হয় বৈদ্যপুর মোড়ে, *—এরপর চারের পাতায়*

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে নারী-নির্যাতন ও অত্যাচারের প্রতিবাদে মহিলা সমিতির বিশাল মিছিল ও সমাবেশ বর্ধমানে।

৬ এপ্রিল সমাবেশ বর্ধমানে

কৃষি, শিল্প ও দেশকে রক্ষা করার ডাক সিপিআই(এম)-এর

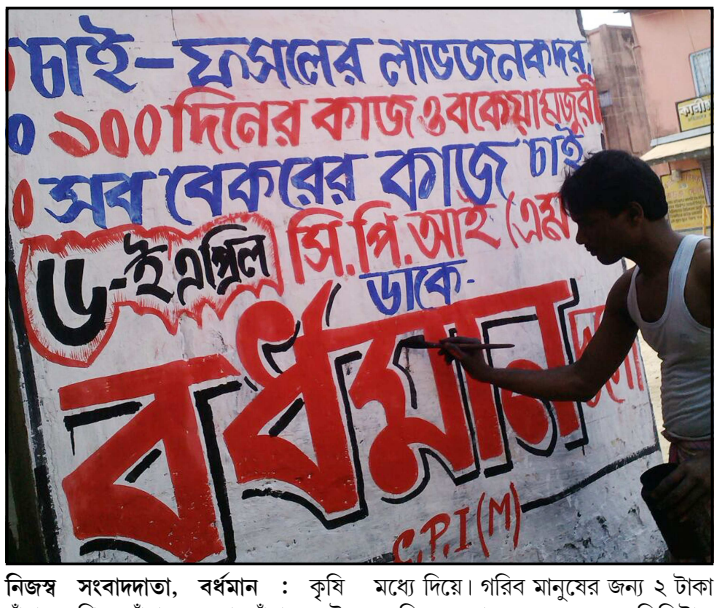

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : কৃষি বাঁচাও, শিল্প বাঁচাও, দেশ বাঁচাও এই শ্লোগানকে সামনে রেখে ৬ এপ্রিল বর্ধমান শহরে বিশাল সমাবেশ ও জেলা শাসককে ডেপুটেশনের কর্মসূচি নিয়েছে সিপিআই(এম) বর্ধমান জেলা কমিটি। এই সমাবেশকে সফল করতে প্রচার-আন্দোলন চলছে জেলার সর্বত্রই। মিছিল, গ্রুপ বৈঠক, পথসভা প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে। গরিব মানুষের জন্য ২ টাকা কেজি দরে চাল, সকলের জন্য ডিজিটাল রেশন কার্ড, সীমাহীন দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িকতার বিপদ, কৃষকের ফসলের লাভজনক দাম ও এ.এস.পি, ডি.এস.পি, ডিপিএল, ডিসিএল, ডিটিপিএস-এর মতো শিল্প কারখানা রক্ষার দাবিতে প্রচার সংগঠিত হচ্ছে আগামী ৬ এপ্রিলের সমাবেশকে ঘিরে।

অংকন-এর চিত্র প্রদর্শনী

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১০ মার্চ : বর্ধমান শহরের শিল্পীদের সংগঠন অংকন-এর উদ্যোগে শুরু হল চিত্র-প্রদর্শনী খোসবাগান জাতীয় সংঘের মাঠে। চলবে ১৪ মার্চ পর্যন্ত। চিত্রকলা দেখা যাবে প্রতিদিন বিকাল ৫টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত। চিত্রকর ও ভাস্করদের এই প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জেলা আরাক্ষধ্যক্ষ কুনাল আগরওয়াল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ আরাক্ষাধ্যক্ষ দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, শিবশঙ্কর কুণ্ডু, সব্যসাচী সরখেল ও দেবেশ ঠাকুর। এদিন অংকন-এর সভাপতি স্বপন রায়কে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ক্ষিরোদবিহারী ঘোষ, সমর মুখোপাধ্যায়, শ্যামলবরণ সাহা দ্যুতিমান ভট্টাচার্য প্রমুখ শিল্পীদের ছবি প্রদর্শনীতে রয়েছে। শিল্পী স্বপন রায় বলেন, বর্ধমানের শিল্পীদের দীর্ঘ আন্দোলনের ফসল সৃজনী আর্ট গ্যালারী যা আজ বন্ধ হয়ে পড়েছে, শিল্পীদের জন্য তা মুক্ত করার জন্য প্রশাসনের হস্তক্ষেপের দাবি জানান তিনি। পাশাপাশি বর্ধমান টাউনহলে মাঠে একটি বিশাল স্টেজ রয়েছে যা আর্ট গ্যালারি হিসাবে ব্যবহার করা যা কি না। এদিনের বৃষ্টি ও লোডশেডিং-এর ফলে অনুষ্ঠান কিছুটা বিলম্বিত হলেও সন্ধ্যাটি ছিল উপভোগ্য।

বেআইনি বালি তোলার যন্ত্র, ট্রলার, ট্রাক্টরসহ ১৭ জন গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১০ মার্চ : কালনার ভাগীরথী নদী বক্ষে অভিযান চালিয়ে দুটি মূল্যবান বালি তোলার যন্ত্র, চারটি ট্রলার ও একটি ট্রাক্টর সহ ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অভিযানের নেতৃত্ব দেন মহকুমা শাসক নীতিন সিংহনীয়া ও মহকুমা পুলিশ আধিকারিক প্রিয়ব্রত রায়। তাঁরা নদীয়ার রানাঘাট থানার পুলিশেরও সাহায্য নিয়েছিলেন।

খবরে প্রকাশ কালনার কোম্পানি ডাঙ্গা ও পুরাতন হাট এলাকায় ভাগীরথী নদী বক্ষ থেকে দীর্ঘদিন ধরে দুটি বালি তোলার যন্ত্র বেআইনিভাবে বালিমাটি তুলছিল। এর ফলে নদীর গতিপথের পরিবর্তন হয়ে বহু কৃষি জমি নদীগর্ভে

বিলীন হয়ে সমস্যা তৈরি করছিল। গণশক্তি পত্রিকায় এই সংবাদ বারেবারে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এতদিন কালনা প্রশাসন সেভাবে বিষয়টি গুরুত্ব দেয়নি। কারণ এই বালি মাটি পাচার কর্মকাণ্ডে বহু রাঘববোয়াল জড়িত বলে সংবাদ সূত্রে প্রকাশ। অনেক দেরীতে হলেও প্রশাসন আচমকা এখন দৃষ্টি দেওয়ায় সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষ খুশি। আটক যন্ত্রগুলির মধ্যে রয়েছে চাপ মাটি কাটার ট্রলার, যার কাজ ছিল রাতের অন্ধকারে নদীর দুই পাড় এবং পাড় বরাবর সংশ্লিষ্ট কৃষিজমির মাটি চুরি করে পাচার করা। ভাগীরথী লাগোয়া কৃষিজমিগুলি এমনিতে উর্বর। ক্ষতিগ্রস্ত চাষিরা এজন্য খুবই খুশি। বালি মাটি বহন করার একটি ট্রাক্টরও এদিন ধরা পড়েছে। কালনা প্রশাসনের ওই দুই আধিকারিক এদিন জানান, আমার ইতিপূর্বে সাতগাছিয়ায় অভিযান শুরু করেছিলাম। আজ এখানে হল, এই অভিযান লাগাতার চলবে।

স্টেশন ম্যানেজার ও রেল পুলিশকে রেল হকারদের ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৮ মার্চ : রেল কলোনির কোনো ঝুপড়িতে টালি ভাঙলে, তোলা না দিয়ে সেই ঘরের টালি বদলানো যায় না। রেল কলোনির কোনো বাসিন্দা স্টেশন সংলগ্ন পথের ধারে কোনো দোকান করতে চাইলে মোটা তোলা দিতে হয়। রেল হকারদের কাছে কিছু খেলে তার পয়সা চাওয়া যায় না। চাইলে সেই হকারের জরিমানা হয়। এমনই গুরুতর অভিযোগ অম্বিকা কালনা রেল স্টেশনে কর্মরত রেল পুলিশের বিরুদ্ধে। রেল পুলিশের এই দাদাগিরি ও তোলাবাজির বিরুদ্ধে রেল হকাররা বিক্ষোভ সমাবেশ ও স্মারকলিপি দেওয়ার প্রস্তুতি নেয়। যৌথভাবে এই কর্মসূচিকে

সমর্থন জানায় সি আই টি ইউ অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ রেলওয়ে হকার্স ইউনিয়ন ও এ আই সি সি টি ইউ ইস্টার্ণ রেলওয়ে ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া শাখা সংগ্রামী হকার্স ইউনিয়ন। উভয় ইউনিয়নের যৌথ নেতৃত্বে রেল পুলিশের জুলুম ও হয়রানির বিরুদ্ধে কালনার রেল হকাররা *—এরপর চারের পাতায়*

দোল ও হোলি উৎসব শান্তিতে পালিত জেলায় সর্বত্র

বাড়ির কুয়ো থেকে দেহ উদ্ধার করল পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি ১১ মার্চ : ৯ মার্চ থেকে নিখোঁজ ছিলেন ধর্মরাজ সিং (৩২) নামের যুবক। বাড়ি বাগিলা দক্ষিণ পাড়া, পেশায় ক্ষেতমজুর ছিলেন। এদিন সকালবেলায় তিনি নিখোজ হন। ধর্মরাজের পরিবারের মানুষজন তাদের আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ি এবং এলাকায় খোঁজ খবর করেও তাঁর সন্ধান পায়নি। তিনদিন পর এদিন ১১ মার্চ বাড়ির উঠানের মধ্যেই কুয়ো থেকে পচা দুর্গন্ধ পাওয়া গেলে পরিবারের লোকেরা কুয়োর কাছে এসে দেখেন ধর্মরাজেরই মৃতদেহ ভাসছে। পরিবার থেকেই থানায় খবর দেওয়া হয়।

পুলিশ এদিন সকালে বাগিলা গ্রামে গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। পুলিশ ও পরিবারের সূত্রের অনুমান নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কুয়োর মধ্যে পড়েই তাঁর মৃত্যু হয়। ধর্মরাজের ভাইপো রিন্টু সিং একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। কুয়োর মুখ ঢাকা দেওয়া না হলে আরও বিপদ ঘটবে বলে পুলিশ জানায়।

নতুন চিঠি

১৩ মার্চ, ২০১৭

গণতন্ত্রের খেলা

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ভিত্তি সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন। দলব্যবস্থা অনুসারে নির্ধারনে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লাভ করে যে দলের প্রার্থীরা, সেই দলই ক্ষমতাসীন হয়। বহুদলীয় ব্যবস্থায় ভোট ভাগাভাগির কারণে নিতান্ত সংখ্যালঘিষ্ঠের সমর্থন পেয়েও কোনো প্রার্থী বিজয়ী হতে পারে এবং একটি দল ক্ষমতা দখল করতে পারে। যেমন কোনো কেন্দ্রে ৫ জন প্রার্থী থাকলে শাতকরা মাত্র ২০ ভাগের সামান্য বেশি ভোট পেয়েও একজন প্রার্থী বিজয়ী হতে পারে এবং সেই সমর্থনে একটি দল ক্ষমতাসীন হতে পারে। পাশ্চাত্যের কোনো কোনো দেশে তাই 'সেকেন্ড ব্যালট'-এর ব্যবস্থা আছে। যেখানে বহু প্রার্থীর মধ্যে সর্বাধিক ভোট পেয়েছে এমন দুই প্রার্থীর মধ্যে দ্বিতীয়বার ভোটের ব্যবস্থা আছে, যাতে প্রকৃত সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনের ভিত্তিতেই বিজয়ী প্রার্থীকে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু ভারতের মতো বিপুল জনসংখ্যার দেশে সেকেন্ড ব্যালটের ব্যবস্থা কতটা সম্ভব, তা নিয়ে বিতর্ক থাকতেই পারে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এই যে এর ফলে প্রকৃত সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন না পেয়েও একটি দল নির্বাচিত সদস্যের হিসাবে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ক্ষমতাসীন হতে পারে। ভারতের ক্ষেত্রে কেন্দ্রে ও রাজ্যে এমন সরকার বহুবার ক্ষমতাসীন হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। যেমন মোট ভোটারের মাত্র ৩৫ শতাংশের সমর্থনে কেন্দ্রে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং অতি সম্প্রতি মাত্র ৪০ শতাংশ ভোটদাতার সমর্থনের ভিত্তিতেই উত্তরপ্রদেশে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি সমর্থনে বিজেপির সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে।

এছাড়া দল ভাঙানোর খেলায়ও ভোটারদের রায়কে নয়ছয় করে দেওয়া যায়। এক দলের প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হয়েও একজন সেই দল ছেড়ে অন্য দলে যোগ দিয়ে সংখ্যালঘিষ্ঠের সরকার গঠনের পথ প্রশস্ত করতে পারে, যেমনটা ঘটতে চলেছে গোয়া ও মণিপুরে।

গণতন্ত্রের নামে অ-গণতন্ত্রের এই খেলা গণতন্ত্রের মর্মবস্তুকেই বিপর্যস্ত করে তুলছে। কিন্তু তাকে সংবিধান-বিরোধী তো বলা যাবে না।

রাজ্য শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রমাগত রেজাল্ট কেলেঙ্কারি, প্রশ্নপত্র ফাঁস ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে এস.এফ.আই-এর বিশ্ববিদ্যালয় অভিযান। ১০ মার্চ এস এফ আই বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে মিছিল সহকারে এদিন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় অভিযান করেন ছাত্ররা। তাদের মূল শ্লোগান ছিল "বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় বাঁচাও"।

এক ডজন প্রশ্ন

১. কবে কোথায় প্রথম নারীরা মজুরি বৈষম্য, কাজের ঘন্টা নির্দিষ্ট করার দাবিতে গর্জে উঠেছিল।
২. আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক নারী শাখার দ্বিতীয় সম্মেলন ডেনমার্কের কোপেনহেগেন-এ কবে হয়েছিল?
৩. রাশিয়ার লক্ষাধিক মহিলা কবে 'ব্রেড অ্যান্ড পিস'-এর দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছিল?
৪. রাষ্ট্রসংঘ কোন সালকে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ হিসেবে পালনের আহ্বান জানায়?
৫. কোন সাল থেকে রাষ্ট্রসংঘের আহ্বানে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পৃথিবীর সব দেশে পালন শুরু হয়?
৬. রাজা রামমোহন রায় কার সহযোগিতায় কবে সতীদাহ নিরোধক আইন করতে সমর্থ হন?
৭. অনেক বাধা অতিক্রম করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কবে বিধবা বিবাহ আইন পাশ করতে সমর্থ হন?
৮. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কবে প্রথম বিধবা বিবাহ দিতে সমর্থ হয়েছিলেন?
৯. ভারতে প্রথম বিধবা বিবাহ কার সঙ্গে কার হয়েছিল?
১০. পৃথিবীর প্রথম মহিলা প্রতিবন্ধী (২টি হাত নাই) বিমান চালিকা হিসাবে কে কবে স্বীকৃতি পান?
১১. আন্তর্জাতিক নারী দশক কোন সাল থেকে কোন সাল পর্যন্ত পালিত হয়েছিল?
১২. মনুসংহিতার তৃতীয় শ্লোকে নারী সম্বন্ধে কী বলা হয়েছে?

(উত্তর শেষের পাতায়)

শিক্ষার সেকাল-একাল —গতি ও গন্তব্য

শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায়

শিক্ষা শব্দটি 'যৌগিক' না 'যৌগিকরূঢ়' বলাই বোধ হয় সঙ্গত। কারণ শক্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন শিক্ষা শব্দের অর্থ সামর্থ্য। তাই, কেউ সাহিত্য /গণিত/সঙ্গীতে নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম অবলম্বনে সামর্থ্য লাভ করলে তাকে ওই ওই বিদ্যায় শিক্ষিত বলা হয়। আবার, সামর্থ্য লাভ না করেই কেউ শুধু ডিগ্রিধারী হলেও তাকে শিক্ষিতই বলে। মূলত, নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম অনুসারে অধ্যেয় বিদ্যায় ডিগ্রিলাভের জন্যই ছাত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়।

কিন্তু দেখা যায়, প্রায়শ ডিগ্রিধারী হলেও অনেকে যথার্থ শিক্ষিত হন না। শিক্ষাবিদ, সমাজতাত্ত্বিক প্রভৃতি বরেণ্য চিন্তাকগণ তার নানান কারণ দেখাতেই পারেন। সেই প্রসঙ্গেই আমাদের আলোচ্যমান বক্তব্যের অবতারণা।

ভারতবর্ষ পরম্পরার দেশ। *মুণ্ডকোপনিষদে* (১/১/২) বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মা যে-বিদ্যা অথর্বাকে দেন অথর্বা তা দেন অঙ্গিরকে। তিনি আবার ভারদ্বাজ সত্যবহকে দেন... ইত্যাদিক্রমে বিদ্যার ধারা চলতেই থাকে। এবং ভারতবাসী এখনো বিশ্বাস করেন যে, বংশগতি দ্বিবিধ—জন্মবংশ ও বিদ্যাবংশ। সেই বৈদিক যুগ থেকে প্রত্যেক শিক্ষক তার পিতৃকল্প শিক্ষাগুরুর প্রতি ঋণী। (প্রসঙ্গত, আচার্য সুকুমার সেন তাঁর 'দিনের পর দিন যে গেল' গ্রন্থে গুরুর নানান প্রকারভেদ দেখিয়েছেন।) তিনিই শিক্ষাগুরু বা আচার্য যিনি তাঁর স্বকীয় আচার ছাত্রদের মাঝে প্রোথিত করেন—'আচারং গ্রাহয়তি' (নিরুক্ত ১/২/১/৪)। (কিছুদিন আগেও অধ্যাপক তারকনাথ সেন ছাত্রদের বইয়ের তালিকা দিতেন এই শিরোনামে—M=must; S - should; D=desirable, O-optional)। আবার, যিনি ছাত্রের বুদ্ধি চয়ন করে তাকে সেই অনুসারে নির্দিষ্ট পথে অনুপ্রেরণা দেন তিনি আচার্য—'আচিনোত্যর্থান্ আচিনোতি বুদ্ধিমিতি বা' (নিরুক্ত ১/২/১/৪)।

কিন্তু বর্তমানে, সামাজিক চাহিদা তথা মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে অনেক ছাত্র সেই পাঠক্রমে যায় যেখানে তার হয়ত আগ্রহ বা যোগ্যতা কোনটাই নেই। যেমন, অঙ্কে দুর্বল হয়েও পদার্থবিদ্যা, ভাষাজ্ঞান (linguistic competence) ও সাহিত্যবোধ (literary aptitude) না থাকলেও ইংরিজি / সংস্কৃত পড়তে আসে অনেকেই। ফল তাই পরিতাপযোগ্যভাবে খারাপ হয় কারণ ভর্তি হবার আগে তাদের কেউই বিষয়ের শিক্ষকের সাথে পরামর্শ করে না।

তবে, ওইসব বিষয়ে যোগ্য ছাত্রও যদি পড়তে আসে তাহলেও বৃহত্তর ক্ষেত্রে সবার সাফল্য আসে না— রেজাল্ট হয়ত ভালো হলেও। আসলে, এখন তো প্রশ্নপত্রের গতানুগতিকতায় ভালো রেজাল্টের জন্য মুখস্থনির্ভর নোট-এর চাহিদা বর্ধমান। অবশ্য ছাত্ররা বলতেই পারে যে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সব শিক্ষক সমমানের নন। দিনান্তে প্রাপ্ত শূন্য ভাঁড়ার পূর্ণ করতেই তারা নোট-এর দিকে ঝোঁকে।

তবু, ভবিষ্যৎ ইন্টারভিউ-এ সাফল্য পেতে কলেজ পরীক্ষাতে মৌখিক পরীক্ষা থাকলে, মনে হয়, কিছুটা ভালো হতো। তবে সেই মৌখিক পরীক্ষা নিজের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে না হয়ে বাইরের পরীক্ষকের কাছে হওয়াই জরুরি। তাতেও হয়ত বা পক্ষপাত থাকতে পারে, তবু 'কানার থেকে ঝাপসা' ভালো।

যাইহোক, প্রাচীন যুগে সবাই জানতেন যে, জ্ঞানের এক চতুর্থাংশ পাওয়া যায় শিক্ষক থেকে, এক-চতুর্থাংশ ছাত্রর নিজের মেধা বা স্মৃতিশক্তি অনুসারে, এক-চতুর্থাংশ অন্য ছাত্রের সাথে আলোচনার মাধ্যমে পাওয়া যায়। কিন্তু বাকি এক-চতুর্থাংশ কখনোই পাওয়া যায় না কারণ মহাকালিক জ্ঞান অনন্ত। প্রাসঙ্গিক শ্লোকটি হল—

''আচার্যাৎ পাদমাধত্তে পাদং শিষ্যঃ স্বমেধয়া।
পাদং সব্রহ্মচারিভ্যঃ পাদঃ কালেন পচ্যতে।।''

কিন্তু আধুনিক ছাত্র জ্ঞানের সিকিভাগ শিক্ষকের কাছে নিলেও বাকিগুলো নেবার ব্যাপারে অনিচ্ছুক। সে থাকে হোয়াট্স অ্যাপে কিংবা আইনক্সে কিংবা রেস্তোরাঁয়। তাই পরের ধাপে মেধাচর্চা হল না। 'আবৃত্তিঃ সর্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী' (সমস্ত শাস্ত্র বোঝার থেকেও আবৃত্তি বেশি কার্যকরী)—আচার্য উদ্ভটের এই যুগান্তকারী বাণী আজ পরিত্যক্ত। তৃতীয় ধাপে ছাত্রবন্ধুদের সাথে আলোচনা আজ প্রায় লুপ্ত—তারা নানানভাবে সময় কাটায় মাত্র। তাই শিক্ষকের কাছে পাওয়া সিকি ভাগ জ্ঞান নিয়েই মানুষ আজ শিক্ষিতের দাবি করে।

প্রাচীনকালে, বিদ্যা সংরক্ষণের চারটি উপায় জানা ছিল—পাঠ, বোধ, অভ্যাস ও প্রচার (পড়ানো বা বক্তৃতায় শোনানো)। তার জন্য বিদ্যালাভের দুটি উপায়ের ওপর জোর ছিল—(১) গুরুশুশ্রূষা অর্থাৎ গুরুকে শোনার ইচ্ছা শ্রদ্ধাসহ। মনে পড়ে গীতার বাণী—'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া' (৪/৩৪ কখ) (প্রণিপাত, সশ্রদ্ধ জিজ্ঞাসা এবং গুরুসেবার মাধ্যমে জ্ঞান পাওয়া যায়) এবং (২) বিদ্যার দ্বারা বিদ্যার অভ্যাস। প্রাসঙ্গিক শ্লোকাংশটি হল—

''গুরুশুশ্রূষয়া বিদ্যা...
অথবা বিদ্যয়া বিদ্যা...।।''

অথচ বর্তমানে বিদ্যালভের প্রথম উপকরণ শিক্ষকের কাছে পাওয়া জ্ঞানই অর্ধলব্ধ, কারণ কলেজে ভর্তি হয়েও অনেকেই শিখতে চায় না— শ্রেণিকক্ষে ছাত্রালুতাই তার প্রমাণ। তাহলে, আজকাল শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষালাভের ঐতিহ্যতপ্রাপ্ত সমস্ত উপায়ই, ব্যতিক্রম বাদ দিলে, আর নেই। শিক্ষার মান তাই নিম্নমুখী।

এর জন্য ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্কের উন্নতি প্রয়োজন। প্রাচীন যুগে 'শিক্ষা' নামক বেদাঙ্গপাঠককে বলা হত শিক্ষক, যিনি সেই গ্রন্থ পড়াতেন তিনিও শিক্ষক (ণিজন্ত বা causative sense স্বীকার্য)। তা যদি হয়, তবে 'বীজাঙ্কুরন্যায়' একে অন্যের পরিপূরক। তাই শিক্ষক যেমন ছাত্রের প্রতি স্নেহশীল থাকবেন, সেরূপ ছাত্রও শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধালু হয়ে গুরুশুশ্রূষা করবে। মনে পড়ে, তৈত্তিরীয় উপনিষদের (১।৩।৩) সেই কথা—আচার্য পূর্ববর্ণস্বরূপ শিষ্য উত্তরবর্ণস্বরূপ, বিদ্যা হল সন্ধি আর আচার্যের প্রবচন হল সন্ধান।

আধুনিক যুগে যে-সব 'প্রতিবন্ধকতা'য় ছাত্ররা শিক্ষার্থী হতে পারছে না, তা অবশ্যই দূর করতে হবে। তবেই ছাত্রদের তপস্যা হল অধ্যয়ন—ছত্রাণামধ্যয়নং তপঃ—এই বাণী সার্থক হবে। প্রসঙ্গত, অধ্যয়ন শব্দের অর্থ হল গুরুর উচ্চারণের অনুকূলে উচ্চারণ—'গুরুমুখোচ্চারণানুকূল্যোচ্চারণম্ অধ্যয়নম্'। আমাদের শৈশবে ইস্কুলে নামতা পড়ার সময় এরকমই অধ্যয়ন হত। এখানেও সেই ছাত্র-শিক্ষকের যৌথ মিলন স্বীকার্য। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ 'গানভঙ্গে' যেমন বলেছেন— 'একাকী গায়কের নহে তো গান, মিলিতে হবে দুইজনে', ঠিক তেমনই শিক্ষার ধারাও যৌথ উদ্যোগে চলতে হবে।

এই যুগে উভয়ের যৌগপদ্য ভাব অনেকটা ব্যাহত বলেই কি আজকে কৃতবিদ্য মানুষের সংখ্যা তুলনায় কম? না, তা সম্পূর্ণত সত্য নয়। আমাদের বক্তব্য এই যে, মানুষ আজ সিলেবাস-কেন্দ্রিক শিক্ষিত হতে চায় কিন্তু প্রাচীন যুগের মত বিদ্বান হতে চায় না। বিদ্বান্ শব্দটি বিদ্ধাতুজ। বিদ্ধাতুর চারটি অর্থঃ (১) জ্ঞান (২) সত্তা (৩) বিচার (৪) লাভ করা। যিনি বিদ্বান্ তিনি চিরকালীন সত্তার জ্ঞান বিচারপূর্বক অনুভূতিতে লাভ করেন। মানুষের মধ্যে থাকা এই সৎ অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ হল বিদ্যা এবং তাই মুক্তির সহায়ক—'সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে'। এই বিদ্যার্জনের জন্য ধর্মপথে থাকতে হবে। ধর্ম শব্দের অর্থ সাম্প্রদায়ভিত্তিক আচারসর্বস্বতা নয় বরং অবিচ্ছেদ্য গুণ। যেমন আগুনের ধর্ম দহন ইত্যাদি। তাহলে মানুষের ধর্ম কী?—মনষ্যত্ব। আচার্য মনু বলেছেন যে, শ্রুতিপাঠ, স্মৃতিপাঠ, সদাচার ও আত্মতুষ্টি—এই চারটি হল ধর্মের লক্ষণ (মনুসংহিতা ২।১২)। শিক্ষকের ধর্মও তাই শিক্ষকত্ব এবং বহুপাঠ, সদাচার এবং আত্মতৃপ্তি এবং ছাত্রের ধর্মও তাই ছাত্রত্ব তথা বহুপাঠ সদাচার ইত্যাদি। তখন উভয়ের যে জ্ঞান তা শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তকনির্ভর নয়। বাইরের জ্ঞানের সঙ্গে আন্তরজ্ঞানের তথা সংস্কারলব্ধ অন্তর্নিহিত জ্ঞানের (intuition) মিশ্রণ হলেই বিদ্বান্ হওয়া সম্ভব। তখনই জাগ্রত হয় বিবেক—ভাল-মন্দের পার্থক্যবুদ্ধি। তখন সেই বিদ্বান হয়ে উঠবেন প্রকৃত অর্থেই শিক্ষিত বা সমর্থ (যা শক্ধাতুর মূল অর্থ)। সে সময় শিক্ষক ছাত্রকে শেখাবেন না—জাগিয়ে তুলবেন যা তার মধ্যে ইতিমধ্যেই অনুস্যূত আছে। সেজন্যই বলা হয়েছে তিনিই অধ্যাপক যিনি অন্ধকে চক্ষুষ্মান করেন এবং শিশুকে প্রবুদ্ধ করেন, বাকিরা নামধারী চাকরিজীবী মাত্র—

''যোহন্ধং করোত্যক্ষিমন্তং যস্তু বালং প্রবোধয়েৎ।
তমেবাধ্যাপকং মন্যে তদন্যে নামধারিণঃ।।''

তাই, শিক্ষাক্রমে যদি সদাচার বা মূল্যবোধ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া যায়, তাহলে কলেজের ছাত্র হয়ে উঠতে পারে ভবিষ্যতের 'মানুষ'। এর মাধ্যমে পারস্পরিক অবিশ্বাস, অসহিষ্ণুতা ইত্যাদি থেকে মুক্ত হতে পারলে পরিবেশও সুস্থ থাকবে। কে না জানে, মানুষে মানুষে ভালোবাসা, সামাজিক সৎ সম্পর্কও পরিবেশের অন্তর্গত।

তাই যে কথা সুদীর্ঘদিন ধরে মানুষের মজ্জায় তা কি এখনো বিশ্বাস্য থাকবে?— পূর্বোপকারী ছয়, নিত্যই অপমানিত হয়—(১) শিক্ষিত ছাত্রের দ্বারা শিক্ষক (২) বিবাহের পর পুত্রের দ্বারা মা (৩) তৃপ্তকাম পুরুষের দ্বারা নারী (৪) টাকার প্রয়োজন ফুরানো মানুষের দ্বারা উত্তমর্ণ তথা প্রযোজক (৫) নদী পার হওয়া মানুষের দ্বারা নৌকা বা মাঝি (৬) সুস্থ হওয়া রোগীর দ্বারা চিকিৎসক—

'ষড়েতে হ্যবমন্যন্তে নিত্যং পূর্বোপকারিণঃ।
আচার্যং শিক্ষিতাঃ শিষ্যাঃ কৃতদারাশ্চ মাতরম্।।
নারীং বিগতকামাস্তু কৃতার্থাশ্চ প্রযোজকম্।
নাবং বিস্তীর্ণকান্তারা আতুরাশ্চ চিকিৎসকম্।।''

(মহাভারতে)

আধুনিক সমাজ বা শিক্ষা কি এই শ্লোককে ভুল প্রমাণ করবে না?—আমরা কিন্তু আশাবাদী।

মনোরমা এল স্বামীর ঘরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৮ মার্চ : আন্তর্জাতিক নারী দিবসে বন্দিনী মনোরমা স্বামীর ঘরে ফিরল। কিছুদিন আগে জনৈকা মনোরমা বিবির একটি চিঠি পান মহকুমা শাসক নীতিন সিংহানীয়া। তাতে আবেদন ছিল, তিনি পূর্বস্থলীর ধরমপুরে বন্দি আছেন। তাঁকে উদ্ধার করে স্বামীর কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। কালনা প্রশাসন বিষয়টি নিয়ে প্রথমে খোঁজখবর করে। জানা যায় ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ধরমপুরের মনোরমা ও রকম আলি মুর্শিদাবাদে পালিয়ে গিয়ে বিবাহ করেন। মনোরমার বাবা মোসলেম আলি পরে তাঁকে সেখান থেকে এনে বাড়িতে আটকে রাখেন। স্বামীর কাছে তিনি যেতে চাইলে মারধর করা হতো বলে অভিযোগ। তারপরই তিনি মহকুমা শাসককে চিঠি লেখেন। খবরের সত্যতা প্রমাণিত হওয়ায় মহকুমা শাসকের উদ্যোগে মনোরমাকে উদ্ধার করে আনা হয় এবং স্বামী রকম আলি-র হাতে তুলে দেওয়া হয়।

ভাষা দিবসের ভাবনা

সুকৃতি ঘোষাল

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার আবেগ নিয়ে আন্দোলনরত মানুষকে প্রতিহত করতে পুলিশের গুলি চালানো, প্রাণহানি ও শহিদদের স্মৃতিরক্ষার সার্বিক উদ্যোগ, সংক্ষেপে ভাষা আন্দোলনের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হওয়াই, ভাষাদিবসের মুখ্য তাৎপর্য। জাতি গঠনের প্রধান তিনটি উপাদান—ভূসাম্য, ভাষা ও ধর্ম, শেষের দুটি সাংস্কৃতিক একতার চিহ্নক। ভূসাম্য না থাকলে জাতীয় সংহতি সুনিশ্চিত করা শক্ত। স্বাধীনোত্তর ভারতে ভূটান ও হায়দ্রাবাদের রাজ্যচরিত্র একই হলেও হায়দ্রাবাদ মূল ভূখণ্ডের মধ্যে অবস্থিত হওয়ায় তা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবেই থেকে গেছে। ধর্ম বিভিন্ন ধরনের মানুষের মধ্যে এক ধরনের আত্মীয়তাবোধ আনে একথা সত্য। কিন্তু সেটাই প্রধান হলে ইউরোপে সমস্ত খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী মানুষদের নিয়ে একটাই দেশ বা আরবে সমস্ত মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষদের নিয়ে একটাই রাষ্ট্র হতো। ভাষার ক্ষেত্রেও কথাটা সমানভাবে সত্য। একথা ঠিক ভাষাগত ঐক্যের ভিত্তিতে মানভূমের একটা অংশ পশ্চিম বাংলায়, একটা অংশ তৎকালীন বিহারে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আবার মাদ্রাজ প্রদেশ ভেঙে মালাবার অঞ্চল কেরালায় গেছে, কন্নড়ভাষী অঞ্চল নিয়ে কর্ণাটক, তামিল ও তেলেগুভাষী অঞ্চল নিয়ে যথাক্রমে তালিমনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য গঠিত হয়েছে। কিন্তু ভাষাই সাংস্কৃতিক ঐক্যের একমাত্র উপাদান হলে মধ্য ও উত্তরভারতের সমগ্র হিন্দিভাষী অঞ্চলে একটিই রাজ্য থাকত, যা হয়নি।

ইউনেস্কো ভাষাকে আত্মপরিচিতির ‘essential component’ বা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় উপাদান বলেই থামেনি; বলেছে ভাষা হলো ‘key component of empowerment’ বা ক্ষমতায়নের প্রধান উপাদান। অর্থাৎ ভাষার সঙ্গে ক্ষমতার একটা যোগ আছে। আছে যে, সেটা আমরা, বাঙালিরা, বেশ টের পাই। অফিসে কাছারিতে একই দাবি বাংলায় পেশ করলে যে করণিক আপনাকে পাত্তাই দেবে না, ইংরেজিতে বললে সে আপনাকে কেউকেটা ভেবে খাতির করবে। ভাষা যেহেতু সংযোগসেতু, বহু মানুষ পারস্পরিক ভাববিনিময়ের মাধ্যমে এক লক্ষ্যে মিলিত হলে তার ক্ষমতা বেড়ে যায়। সে ক্ষমতা যে স্বয়ং ঈশ্বরের শিরঃপীড়ার কারণ হয় সে গল্প বাইবেলেই আছে। বহু মানুষ মিলে ভূপৃষ্ঠ থেকে স্বর্গ পর্যন্ত ওঠার এক সুউচ্চ মিনার, যা Tower of Babel নামে পরিচিত, নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়। মিনার যখন বেশ উঁচু হয়েছে তখন বাইবেলের ভগবান God মানুষের ক্ষমতায়নে আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। এই যৌথ উদ্যোগকে বানচাল করতে তিনি এক কূট বুদ্ধি বার করলেন। তিনি তাদের পারস্পরিক ভাববিনিময় মাধ্যম অর্থাৎ ভাষা দিলেন গুলিয়ে। ভাষা গুলিয়ে যাওয়ায় ভাবের আদান-প্রদান অসম্ভব হল, মানুষ হীনবল হল, স্বর্গরাজ্য রইল অক্ষত, অনাক্রান্ত।

ভাষার সাথে ক্ষমতার যোগ প্রসঙ্গে UNESCO জ্ঞানী সমাজের (knowledge society) কথা টেনেছে। সমাজে ধনী-নির্ধনের ফারাক আছে। কীভাবে গরিষ্ঠসংখ্যক শোষিত-বঞ্চিত হয় এবং তার ফলে মুষ্টিমেয়ের সম্পদবৃদ্ধি হয় সে নিয়ে কার্ল মার্কসের তাত্ত্বিক আলোচনা আছে। এর পাশাপাশি যে আলোচনা আজকের দিনে খুবই জরুরি তা হল বেশিরভাগ মানুষের কাছে জ্ঞানভাণ্ডারে ঢোকার ও জ্ঞান আহরণ করে স্ব-ক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ ক্রমশ কমছে। অর্থাৎ বেশিরভাগ মানুষ জ্ঞানবঞ্চিত (= দুর্বল) থেকে যাচ্ছে। সংখ্যাটা বাড়ছে, দু-পক্ষের মধ্যেকার হাঁ-মুখটা দীর্ঘতর হচ্ছে। উদ্বেগ ঠিক এই কারণেই। কিন্তু কেন এমনটা হচ্ছে? বিশেষত এই সাইবার-আন্তর্জাতিক কম্পিউটার যুগে? এখন তো হাতে একটা স্মার্টফোন আর নেট-সংযোগ থাকলে দুনিয়া হাতের মুঠোয়। এই একবিংশ শতকে, যখন দেশ-মহাদেশের সীমানাই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে, তখন জ্ঞান কি কেউ কুক্ষিগত করে রাখতে পারে? তা সম্ভব? পারলে ভাষার সঙ্গে তার সম্পর্কই বা কী? পরিসংখ্যান অনুযায়ী, পৃথিবীতে ভাষার (উপভাষার নয়) সংখ্যা কম-বেশি ৬০০০, জনসংখ্যা ৭৪০ কোটির কিছু বেশি। ৬০০০-এর মধ্যে ৪ শতাংশ ভাষায় অর্থাৎ ২৪০ ভাষায় কথা বলে ৭১৮ কোটি মানুষ। এর মধ্যে আবার চীনা (৯০ কোটি), স্প্যানিশ (৪২ কোটি), ইংরাজি (৪০ কোটি), আরবি (৩০ কোটি), হিন্দি (২৬ কোটি), পর্তুগিজ (২৩ কোটি), বাংলা (১৯ কোটি), রাশিয়ান (১৬ কোটি), পাঞ্জাবি (১৪ কোটি), জাপানি (১৩ কোটি) এই প্রথম দশটি ভাষায় কথা বলে প্রায় ৩১৩ কোটি মানুষ, অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীর ৪২ শতাংশ মানুষ। ৯০-৯৫ শতাংশ ভাষার কোনো লিপি নেই। আইনু নামে হোক্কাইডো দ্বীপের লুপ্তপ্রায় একটি ভাষায় মাত্র ৮ জন কথা বলে (তথ্যসূত্র Vannini এবং Crosnier সম্পাদিত Net.Lang, পৃ. ৩৭)। ভাষাবিজ্ঞানীদের সুচিন্তিত অভিমত, অবস্থা বেশ সঙ্গীন এবং এই শতক শেষ হওয়ার আগেই পাঁচ হাজারের বেশি ভাষা অবলুপ্ত হতে চলেছে।

ভাষা অবলুপ্ত হয় ভাষী বা ভাষা ব্যবহারকারীর সংখ্যা কমে যাওয়ায়। কিন্তু বর্তমান সময়ে ক্ষমতাহীনতার সঙ্গে ভাষার সম্পর্কটা ঠিক কোথায় সেটা জানা দরকার। এটা সর্বজনস্বীকৃত যে শুধু অর্থ নয়, জ্ঞানও ক্ষমতার উৎস। অর্থ থাকলে যেমন জ্ঞান কব্জা করা সহজ হয় তেমনি পেটেন্ট, কপিরাইটের কল্যাণে জ্ঞান কুক্ষিগত করে ব্যবসা করা যায়। সঞ্চিত জ্ঞানের দুই প্রধান উৎস—বই আর সাইবার দুনিয়া। সেখানে সকলের অবাধ প্রবেশাধিকার থাকলে জ্ঞানের সম্প্রসারণ হয়, মৌরসী পাট্টা থাকে না। জ্ঞানের সঞ্চয় যেহেতু ভাষানির্ভর, যত কম ভাষায় বই লেখা হবে, নেট দুনিয়ায় যত কম ভাষায় তথ্যভাণ্ডার সঞ্চিত হবে, তত কম লোক সেই সঞ্চিত জ্ঞানের অংশীদারিত্ব পাবে অর্থাৎ প্রবেশাধিকার অবাধ থাকবে না। এই বিষয়ে তথ্য কী বলে? বর্তমানে পৃথিবীতে যত বই ছাপা হয় তার ২৮ শতাংশ শুধু একটি ভাষায়, ইংরাজিতে। সাইবার দুনিয়ায় সমগ্র স্থানের ৮৪ শতাংশ শুধুমাত্র ১০টি ভাষার দখলে। অর্থাৎ ওই নির্দিষ্ট ভাষাগুলিতে দক্ষতা ব্যতীত সে জ্ঞানের নাগাল পাওয়া বেশ কঠিন। সবচেয়ে জনপ্রিয় সার্চ ইঞ্জিন গুগল মাত্র যে ৫০টি ভাষা ‘recognize’ করতে পারে, অর্থাৎ যে ভাষা ঘেঁটে তথ্য উদ্ধার করতে পারে, তার ৩০টি ইউরোপীয়, ১টি মাত্র আফ্রিকার, নেটিভ ইন্ডিয়ান (বাইরে থেকে-না-আসা আমেরিকান ভাষা) ১টিও নেই। আর একটা সার্চ ইঞ্জিন Yahoo চিনতে পারে কম-বেশি ৪০টি ভাষা, যার মধ্যে আবার আফ্রিকান ভাষা একটিও নেই। সাইবার দুনিয়ায় ভাষা সংখ্যার এই অনুপস্থিতিই প্রমাণ করে কেন অধিকাংশ মানুষের কাছে জ্ঞানসাম্রাজ্য অধরাই থেকে যাচ্ছে।

এই অবস্থায় একটা সমাধান হল চালু ভাষা শিখে নেওয়া। শিখে নেওয়া ভাষায় কেজো ভাবপ্রকাশ হয়তো করা যায়, কিন্তু ভাবনা-স্বপ্ন-সৃষ্টি মাতৃভাষাতেই উৎকৃষ্টভাবে করা সম্ভব। ইউনেস্কো এই সত্য স্বীকার করে। তাই ১৯৯৯ সালের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০০০ সাল থেকে প্রতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়ে আসছে। ভাষা যেহেতু অন্যতম আত্মপরিচিতিসূত্র, এই পরিচিতি সমভাষী জনগণকে একসূত্রে বাঁধতে পারে। সব বন্ধনের মতো এই বন্ধনেরও একটা খারাপ দিক আছে। ভাষাকেন্দ্রিক আত্মীয়তা অন্যভাষীদের থেকে একটা দূরত্ব তৈরি করে, যা খুব উগ্র হয়ে উঠলে মানুষকে বিভেদকামী করে তোলে। এই বিপজ্জনক প্রবণতা আটকাতে UNESCO-র দাওয়াই : linguistic and cultural diversity and multi-lingualism; অর্থাৎ ভাষিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং বহুভাষীয়তার চর্চা। মাতৃভাষার জন্য আবেগ অবশ্যই কাম্য কিন্তু তা যেন আমাদের অন্য ভাষার প্রতি আগ্রাসী করে না তোলে। এই আগ্রাসনের দুটি রূপ আছে। একটা ‘আমরা বাঙালি’ মার্কা আগ্রাসন—আলকাতরার বালতি আর ব্রাশ নিয়ে স্টেশনে স্টেশনে ইংরেজি এবং হিন্দি বা উর্দুতে লেখা স্টেশন-নামের ওপর কালির ছোপ দিয়ে ভাষাপ্রীতির অসভ্য প্রদর্শন। অন্য রূপটি হল ভাষা আধিপত্যবাদ। এটি হল কোনো ভাষার এমন সর্বগ্রাসী প্রয়োগ ও প্রচার যাতে অন্য কোনো ভাষা, যা বলে/লেখে কম সংখ্যক লোক, দাঁড়াতে না পারে, মূল্যহীন হয়ে পড়ে। এ রোগের ওষুধ হল নিবিড়, আন্তরিক ও নির্ভুল ভাষা চর্চা।

প্রতিটি ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখতে সৃষ্টিশীল কাজে তাকে বেশি বেশি ভাবে প্রয়োগ করতে হবে। আর রক্ষণশীলতা ত্যাগ করে অন্য ভাষা থেকে শব্দ নিয়ে তাকে সমৃদ্ধ করতে হবে নিরন্তর। শব্দঋণ খারাপ নয়, তার আত্তীকরণ কর্তব্য। বাংলায় ঋণ শব্দ বাঙালি পদ্ধতি মেনে বলা/লেখা হলে তবে বাংলা শব্দভাণ্ডারে তার অভিষেক সম্পূর্ণ হবে। ‘হরেকৃষ্ণ’ ‘হরেকৃষ্ণা’ হিসেবে উচ্চারিত হলে, বাংলার বিচারে তা বিকৃতি; পক্ষান্তরে ‘মাস্টার’ / ‘প্রফেসর’ ইংরেজি থেকে এলেও ‘মাস্টারি’ / ‘প্রফেসরি’ ব্যবহারে তা বেমালুম বাংলা হয়ে উঠেছে। গ্রহণ যেমন, বর্জনও তেমনি জরুরি। যে সমস্ত শব্দ বর্তমানে আর প্রয়োগ হয় না, তার মায়া ছাড়তে হবে। ‘অভিধানে ‘প্রাচীন’ ‘অব্যবহৃত’ লেবেল নিয়ে তার জায়গা তো থাকছেই। তার বাইরে এসব শব্দের প্রয়োগ ভাষাকে কমজোরি করে। ভাষা সর্বভুক হোক ক্ষতি নেই; তার রেচনপ্রক্রিয়াকে সক্রিয় না রাখলে তার স্বাস্থ্যহানি হবে। কার্লোস লিনেজের একটা উক্তি দিয়ে শেষ করি। লিনেজ বলেছেন, “The less language has value, the less it is used, and the more it loses value’। এর অর্থ ভাষার মূল্য যত কমবে তত কমবে এর ব্যবহার, আর ব্যবহার যত কমবে তত কমবে ভাষার মূল্য। এ দুষ্টচক্র ভাঙতে প্রথমেই ভাষার মূল্য বাড়াতে হবে। আমরা বাঙালিরা আজ থেকে অন্তত ইংরেজি অক্ষর বাদ দিয়ে বাংলা হরফে লিখে বার্তা-প্রেরণ (SMS পাঠানো) শুরু করতে পারি। তাতে বাংলার ব্যবহার ও মূল্য দুই-ই বাড়বে। এই কাজটা করলে বাংলা ভাষার শক্তি বিপুলভাবে বাড়তে বাধ্য। ‘মোবাইল’-কে ‘মুঠোফোন’ বলার থেকে এই কাজটা করা বেশি জরুরি বলেই মনে হয়।

৪৮ বস্তা সরকারি চাল উদ্ধার মন্তেশ্বরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা : ৪৮ বস্তা সরকারি চাল উদ্ধার করলেও পুলিশ কিছু বলতে নারাজ। ঘটনা মন্তেশ্বর থানার দেনুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গলাতুন গ্রামে। অভিযোগ নাদনঘাট থানার নিমতলা সরকারি গোদাম থেকে এই চাল গোপনে অন্যত্র পাচার হচ্ছিল। ঘটনার সাথে যুক্ত এক ব্যক্তিকে পুলিশ আটক করেছে।

মাতৃভাষা দিবসের সময় বাংলাদেশ সফরের অভিজ্ঞতা

সেখ সাইদুল হক

ভূমিকা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হল ২১ ফেব্রুয়ারি। আমার ভাইয়ের রক্ত রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি। উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে এবং বাংলা ভাষার স্বীকৃতির দাবিতে ১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে জীবন দিলেন সালাম, বরকত, জব্বার, রফিক, সফিক। সেই স্বীকৃতি এলো ১৯৫৬ সালে। ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কোর ঘোষণা মতো ২০০০ সাল হতে ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে পালন করা হচ্ছে।

পৃথিবীর ১৮৬ টির বেশি দেশ ওই দিনটিকে ভাষাদিবস হিসাবে পালন করে। আমাদের দেশেও বিভিন্ন এলাকায় পালিত হয়। আমাদের রাজ্যে আমরা উপযুক্ত মর্যাদার সাথে দিনটি পালন করি। বাংলা ভাষার জন্য এত বড় লড়াই আমাদেরকে গর্বিত করে। ১৯৬১ সালে আসামের বরাক উপত্যকাতেও বাংলা ভাষার স্বীকৃতির দাবিতে ১১ জন শহিদের মৃত্যুবরণ করেন। তাই ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটি বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা নিয়ে উপস্থিত হয়। আমরা সেই মতো পালনের চেষ্টা করি।

কিন্তু ঢাকার মাটিতে দাঁড়িয়ে ২১ ফেব্রুয়ারির দিনটিতে সামিল হওয়ার গুরুত্ব ও তাৎপর্য আলাদা। একই ভাষা, একই ভাবনা, একই সংস্কৃতি, একই সাহিত্য, একই খাদ্যরুচি—এত কাছাকাছি তবু আলাদা। কিন্তু বাঙালি তার মননে চিন্তনে বাংলাদেশকে, তার নাগরিকদের আলাদাভাবে ভাবে না। তারা তো আমাদেরই লোক। আমার মাতৃভাষা বাংলা—মোদের গরব, মোদের আশা। সেই বাংলা ভাষার জন্য এত বড় আত্মবলিদান। একে কি কখনো ভুলতে পারি? এক অর্থে বলা যায় বাঙালিদের কাছে এটি দ্বিতীয় রেনেসাঁস বা পুনরুজ্জাগরণ। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও শাহবাগ চত্বরের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত শহিদ মিনারের সামনে দাঁড়িয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবসের অনুষ্ঠান দেখব এর চেয়ে বড় কথা আর কী হতে পারে?

ঢাকা যাত্রা

সেই কামনা পূরণে এবারে ঠিক করলাম সস্ত্রীক বাংলাদেশ যাব। সঙ্গী হল মাধ্যমিক শিক্ষক আন্দোলনের দুই জেলা নেতা নুরুল হক ও শিবশংকর কোনার। পাশপোর্ট পেতে অসুবিধা হল না। এক মাসের মধ্যেই পেয়ে গেলাম। কিন্তু ঝক্কি ঝামেলা ভিসা পেতে। কলকাতার বেগবাগান পার্কস্ট্রিট এলাকায় বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনারের

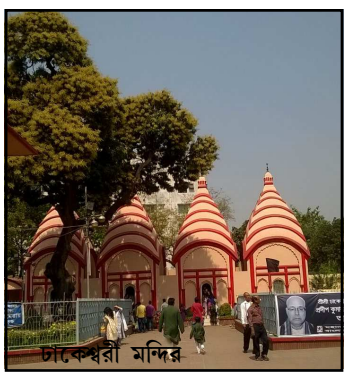
চাকেশ্বরী মন্দির

অফিসে ভোর হতে লাইন। কিন্তু প্রথম দিন ফিরে আসত হল। প্রচণ্ড হয়রানি। দালালচক্রও কাজ করছে। আবার লাইন, একই দুরবস্থা। তারপর ওই অফিসের উচ্চপদস্থ আধিকারিক শামিন সাহেবের দ্বারস্থ হলে সমস্যার সমাধান। ভিসা পেলাম ১৯ তারিখ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়। আমরা চারজন কলকাতা বিমানবন্দর হতে ১ ঘন্টারও কম সময়ে উড়ে গেলাম ঢাকা বিমানবন্দর। ইমিগ্রেশন ও সিকিউরিটি চেকিং-এ বেশ দেরি হল। আমাদের গলসী এলাকার বড়মুড়িয়ার শিক্ষক আন্দোলনের নেতা আব্দুস সালামের মামাতো ভাই জহিরুল্লা কাদের ওখানকার বাসিন্দা। তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর সাথে ঢাকা হতে গাড়ি নিয়ে জনবহুল শহরের প্রাণকেন্দ্র গুলিস্তানের রমনা হোটেলে উঠলাম। তখন রাত ১২টা।

সোনার গাঁও

পরদিন কাছেই বিখ্যাত মসজিদ ‘বয়তর মোকারদম’ দেখে ওখান হতে বাসে সোনার গাঁও। ৩০ কিমি। সোনার গাঁও ঢাকার পুরাতন রাজধানী। বারভূঁইয়ার অন্যতম ইশা খাঁর প্রাসাদ দেখলাম। তার জমিদারি কাছারি বর্তমানে জাদুঘর। প্রশস্ত বাগান, পরিখা। ওখানেই তৈরি হয়েছে শিল্পাচার্য জয়নাল আবেদিনের মর্মর মূর্তি। আর পাশেই তিনতলা শিল্পকলা ভবন। সেখানে নানা পেন্টিং ও ভাস্কর্য দেখে বাইরে মুজিব-এর ও জয়নাল আবেদিনের মূর্তির নীচে ফুল দিলাম। ওখান হতে গেলাম নিকট দূরত্বের পানাম নগরী। ঈশা খাঁর আমলে তৈরি বহু প্রাচীন নগরী। এখন অনেকটা ধ্বংসপ্রাপ্ত। সরকারের আর্কিওলজিক্যাল বিভাগ রক্ষণাবেক্ষণ করছে। এখান হতে জ্যোতি বসুর আদি গ্রাম বারাদি যাওয়া যায়। আধঘন্টা টেম্পোতে পথ। ওখানে লোকনাথ আশ্রমও রয়েছে। কিন্তু সময়াভাবে যাওয়া হলো না। আমরা ঢাকা ফিরে এলাম।

২১শে ফেব্রুয়ারি

২০ তারিখে সন্ধ্যায় সোনার গাঁও হতে ঢাকার গুলিস্তান ফিরে এসে হোটেলে একটু বিশ্রাম নিয়ে সন্ধ্যে ৭টায়

রিক্সা নিয়ে চারজন রওনা দিলাম ভাষা শহিদ দিবস চত্বরের দিকে। কিন্তু প্রচণ্ড জ্যাম এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা হতে পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর ব্যারিকেড তৈরি হয়ে গেছে। অগত্যা হাঁটতে লাগলাম। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যারিকেড পেরনোর পর আর এগোতে দিচ্ছিল না। রাস্তায় অসংখ্য মানুষ। সামরিক ও পুলিশ অফিসারদের সাথে কথা বলে শহিদ মিনারের গেট পর্যন্ত গেলাম। ঢুকতে দেয়নি। বাইরে থেকে দেখলাম। হেঁটে হোটেলে ফিরে এসে খেয়ে আবার রাত ১২টার একটু আগে হাঁটতে শুরু করলাম। তখনও ব্যারিকেড আছে। আমরা ঘুরে ঘুরে শেষ ব্যারিকেডে পৌঁছে আটকে গেলাম। মাইকে ঘোষণা হল, মালা দেওয়া শুরু হবে। সবাই নীরবে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ঘোষণা অনুযায়ী রাত ১২টা ১ মিনিটে অর্থাৎ ২১শে ফেব্রুয়ারির শুরুতেই মালা দিলেন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার

—এরপর চারের পাতায়

রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন জেলা সভাধিপতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৬ মার্চ : কালনা মহারাজা উচ্চ বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে রাজ্যপালের উপস্থিতিতে বর্ধমান জেলা সভাধিপতি দেবু টুডু এই রাজ্যের শিক্ষা ও রাজনীতির মূল্যবোধ বিষয়ে ক্ষেদ প্রকাশ করলেন। কালনা মহারাজা উচ্চ-বিদ্যালয়ের সার্ধশতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠি, সাংসদ সুনীল মণ্ডল প্রমুখ। নব জাগরণের যুগে ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যাসাগর ও তারানাথ তর্ক বাচস্পতির পরামর্শে কালনা মহারাজা উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে এই বিদ্যালয় বর্ধমান মহারাজার অর্থানুকুল্য লাভ করে। বিদ্যাসাগরের পদধূলি ধন্য এই বিদ্যালয়ে সার্ধশতবর্ষ উদযাপনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠি। তিনি বলেন, এই বিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ড প্রশংসনীয়। কালনা শহরের ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলিও মনে দাগ কাটার মতো। জেলা সভাধিপতি দেবু টুডু বলেন, এই অনুষ্ঠানের আগে কালনা গেস্ট হাউসে রাজ্যপালের সাথে তাঁর বৈঠক হয়। সেখানে তিনি শিক্ষা ও রাজনীতির বিষয়ে মূল্যবোধের কথা বলেন। রাজ্যপাল বিদ্যালয় ও কালনা শহরের আরো শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। সাংসদ সুনীল মণ্ডল মহারাজা বিদ্যালয়কে আর্থিক সাহায্য বরাদ্দের আশ্বাস দেন।

কয়েন বাতিল গুজবের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা : ৯ মার্চ-ছেলে ধরার পর এবার খুচরো পয়সা বাতিলের গুজবে কালনা শহর তোলপাড়। গুজব যেন এই শহরের পিছু ছাড়ছে না। এই গুজবের প্রভাব যাতে শহরে জাঁকিয়ে না বসে সেজন্য প্রশাসন পদক্ষেপ নিল। মহকুমা শাসক নীতিন সিংহনীয়া ব্যাঙ্কের ম্যানেজারদের নিয়ে বৈঠক করলেন। সরকারি আধিকারিক ও কর্মচারিরা এই গুজবের বিরুদ্ধে লিফলেট বিলি করতে শুরু করেছেন। উল্লেখ্য যে, গত জানুয়ারি মাসে ছেলে ধরার গুজব ছড়িয়ে কালনার নানা জায়গায় বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটে। তাতে দুজনের মৃত্যুও হয়। সেই গুজব প্রশমিত হতে না হতেই খুচরো পয়সা বাতিলের গুজব। ব্যাঙ্ক খুচরো পয়সা অর্থাৎ কয়েন জমা নিচ্ছে না। দোকানদাররাও খুচরো পয়সায় মাল বিক্রি বন্ধ করে দেয়। দ্রুত এই প্রবণতা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। সামাজিক সংকট তৈরি হওয়ার আগেই কালনা মহকুমা প্রশাসন পদক্ষেপ নেওয়ায় সাধারণ মানুষ উদ্বেগ থেকে রক্ষা পেলেন। মহকুমা শাসক জানান, গুজবের বিরুদ্ধে প্রচার লাগাতার জারি থাকবে।

পথ অবরোধ জেলা জুড়ে

—প্রথম পাতার পর

আধঘন্টা এই অবরোধ চলে। নেতৃত্ব বলেন, নায্য অধিকার আদায়ের লক্ষে ছাত্র-যুবরা আর এক পাও পিছুবে না বরং আন্দোলনকে আরো জোরদার করবে। তাতে যতই পুলিশি হামলা, আক্রমণ, মিথ্যা মামলা, শারীরিক নির্যাতন করা হোক না কেন। এই শপথ নিয়েই ১১ মার্চ কালনায় ছাত্র-যুবরা মিছিল ও সড়ক অবরোধ করে। মিছিল করে বৈদ্যপুর মোড়ে আসে। পুলিশের হুমকিকে উড়িয়ে দিয়ে আধ ঘন্টা সড়ক অবরোধ করে। কর্মসূচির নেতৃত্ব দেয় আলিম সেখ, মানস রায়, অরূপ দাস, জনা পাল প্রমুখ।

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর আপনাকে স্বাগত জানায়
সহজে-সুলভে কাশ্মীর ভ্রমণ করুন
হিজাব পেয়িং গেস্ট হাউস
(জম্মু-কাশ্মীর সরকারের ভ্রমণ দপ্তরের নিবন্ধীকৃত সংস্থা)
কাঠি দরওয়াজা রায়নাওয়াড়ি, শ্রীনগর কাশ্মীর।
যোগাযোগ : মীর-এ-মজিদ
M -09419408234, email : aqsaarts7736@gmail.com

রেল হকারদের ডেপুটেশন

—প্রথম পাতার পর

ডেপুটেশন দিলেন কালনা স্টেশন ম্যানেজার ও রেল পুলিশ আধিকারিককে। হকারদের দাবিগুলির অন্যতম হল- হকার লাইসেন্স দিতে হবে ও স্বাস্থ্য বীমা চালু করতে হবে। পুনর্বাসন ছাড়া হকার উচ্ছেদ চলবে না। রেল যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে। স্টেশন ম্যানেজার অঞ্জন দাস হকারদের দাবিপত্র গ্রহণ করে সহমত পোষণ করে বলেন, যে তিনি এ বিষয়ে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। অন্যদিকে রেল পুলিশের আধিকারিক দপ্তরে অনুপস্থিত থাকায় হকাররা তাঁর দপ্তরে স্মারকলিপিটি রেখে আসতে বাধ্য হয়। অম্বিকা কালনা স্টেশনে রেল পুলিশের জুলুম ও হয়রানির বিরুদ্ধে এই ডেপুটেশন ও বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন- সুবল দাস, অশোক চৌধুরী, মলয় সরকার প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন দেবাশীষ বসু।

গ্রাহকদের প্রতি

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা যাঁদের বকেয়া হয়েছে অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ১০০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়।
-কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১. ১৮৫৭ সালের ৮ মার্চ, আমেরিকায় নিউইয়র্কে, ২. ১৯১০ সালের ২৬-২৭ আগস্ট, বুলগেরিয়ার এক নেত্রী, সমর্থন করেন জার্মানির নেত্রী ক্লারা জেটকিন, ৩. ১৯১৭ সালের ৮ মার্চ, ৪. ১৯৭৫ সালকে, ৫. ১৯৭৭ সাল, ৬. লর্ড বেন্টিঙ্ক-এর সহযোগিতায় ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর, ৭. ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই, ৮. ১৮৫৬ সালের ৭ ডিসেম্বর, ৯. যশোহরের খাঁটুরা নিবাসী শ্রীরামধন তর্কবাগীশের পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের সঙ্গে বর্ধমান জেলার পলাশডাঙ্গার ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ১৮ বছরের বিধবা কন্যা কালীমতি দেবীর, ১০. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জেসিকা কক্স। ২০১৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি, ১১. ১৯৭৫ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত, ১২. 'পিতা রক্ষতি কৌমরে, ভর্তা রক্ষতি যৌবনে, রক্ষমতি স্থবিরে পুত্র, ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমইতি।'

বাংলাদেশ সফরের অভিজ্ঞতা

—তিনের পাতার পর

সদস্যবৃন্দ, বিচারকবৃন্দ, উপাচার্যবৃন্দ, সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধিরা, বিভিন্ন দূতাবাসের প্রতিনিধিরা সহ নানা সুধীজন। রাস্তায় তখন ব্যানার, ফেস্টুন সহ কাতারে কাতারে মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। রাত ২.৩০টার সময় ঘোষণা হল, বিরোধী দলনেত্রী খালেদা জিয়া আসবেন। মাল্যদান আপাতত বন্ধ রাখা হলো। সেই সময় একজন উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারকে আমরা পরিচয় দিলাম। কার্ড দেখাতে চাইলাম। দেখালাম। উনি আমাদেরকে আগে নিয়ে মূল গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। সেখানে অফিসারদের বলে ভিতরে ঢুকলাম। শহিদ মিনার চত্বরটি নানা ধরনের ফুল দিয়ে সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে। আমরা ফুল দিলাম। ফটো নিলাম। অভিভূত হলাম। ভাবতেই পারছি না ভোর তিনটে নাগাদ এদিন শহিদ মিনার চত্বরে দাঁড়িয়ে আছি। ইতিমধ্যে খালেদা জিয়া এসে পড়ার মুখে সামরিক বাহিনী ব্যারিকেড তৈরি করল। আমরা গেটের বাইরে এলাম। দেখলাম বিরোধী নেত্রী এসে পৌঁছেছেন। হেঁটে হোটেলে এলাম। শিহরণে ঘুম হল না। বরকত, জব্বার, সালামদের সালাম জানালাম।

চট্টগ্রাম ও পাটিয়া

২১শে রাতে ঘুম হয়নি, তবু ক্লান্তি ছিল না। ২১-এর অনুষ্ঠানে সশরীরে হাজির থাকতে পেরে একটু আলাদা আনন্দ কাজ করছিল। তাই সকাল সকাল রেডি হয়ে কমলাপুর স্টেশনে গেলাম। ওখান হতে সোনারবাংলা এক্সপ্রেসে চট্টগ্রাম। সকাল ৭.৩০ মিনিট নাগাদ চেপে ১টার মধ্যে পৌঁছে গেলাম। পথে কুমিল্লাতে কিছুক্ষণ ট্রেন দাঁড়ালে আমরা নেমে প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করলাম। শহরটাকে দেখে নেওয়ার চেষ্টা করলাম। চট্টগ্রামে যখন ট্রেন ঢুকছিল তখন ছোট ছোট পাহাড় চোখে পড়তে লাগল। পার্বত্য এলাকা চট্টগ্রাম। বীরভূম-চট্টগ্রাম। মাস্টারদা, প্রীতিলতা, কল্পনার স্মৃতি বিজড়িত চট্টগ্রাম। আমাদের সুবোধদা (চৌধুরী), গণেশদা (ঘোষ)-র চট্টগ্রাম। এক যেন অজানা শিহরণ। কোনো ক্লান্তি নেই। বেলা ১টায় চট্টগ্রামে নেমে চারদিকে দেখে নিলাম। সফিভাই স্টেশনে ছিল। ওর পৈত্রিক বাড়ি গলসী দাসপুর গ্রামে। ওর বাবা ওখানে চাকরির সূত্রে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান। হোটেল প্যারামাউন্টে উঠলাম। দুপুরের আহার সেরেই সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে খ্রিস্টান কবরখানা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত সৈনিকদের কবরখানা। এখনও রক্ষণাবেক্ষণ হয়। তারপর জিয়া জাদুঘর। এটি ব্রিটিশদের তৈরি একটি মনোরম প্রাসাদ। পাহাড়ের ওপরে ইংরেজ বড় সাহেবরা এখানেই থাকতেন। এখানে কড়া পাহার মধ্যে একই সঙ্গে ছিল ব্রিটিশ অস্ত্রাগার। পরে এটি সার্কিট হাউস হিসাবে বাংলাদেশ সরকার নির্বাচিত করে। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়া যখন চট্টগ্রামে আসতেন এখানেই থাকতেন। সেইভাবেই

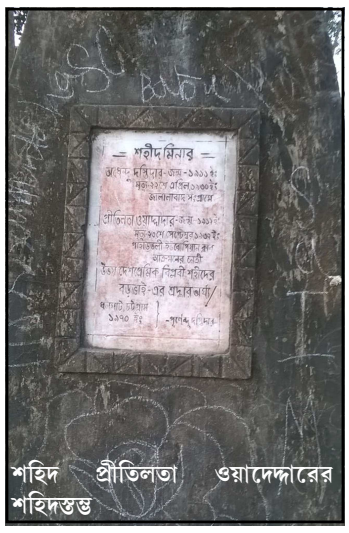

শহিদ প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দারের শহিদস্তম্ভ

১৯৮১ সালের ৩০ মে তিনি এখানে এলে ভোরের দিকে বাংলাদেশী সেনাবাহিনীর একটা অংশ তাঁর উপর হামলা চালিয়ে তাঁকে হত্যা করে। এই বাড়িটাকে এখন জিয়া জাদুঘর হিসাবে রূপান্তরিত করা হয়েছে। সেটা দেখে আমরা জালালাবাদ পাহাড়ের উপর বেশ কিছুটা উঠলাম। ১৯৩০ সালে মাস্টারদার নেতৃত্বে লড়াই-এর স্মৃতি রোমাঞ্চিত করছিল। তারপর গেলাম ইউরোপিয়ান ক্লাবে। পাহাড়তলির নীচে ইউরোপিয়ান ক্লাব। বাইরে রাস্তার উপর প্রীতিলতার আবক্ষ মূর্তি। সামনের বাড়িটি ইউরোপিয়ান। বাড়িটি একই চেহারায় বিদ্যমান। পাশে একটি সাইনবোর্ডে লেখা ইউরোপিয়ান ক্লাব, যেখানে প্রীতিলতা অভিযান চালানোর পর ধরা পড়ার ভয়ে পটাসিয়াম সাইনাইড খেয়েছিলেন। এখন এই বাড়িটি রেলওয়ের একটি অফিস। দেখে খারাপ লাগল। কেননা এটিতে রেলওয়ের অফিস না করে প্রীতিলতার নামে জাতীয় জাদুঘর করলে ভালো হতো। সবচেয়ে যেটা অবাক লাগল তা হলো স্থানীয়রা অনেকেই মাস্টারদা বা প্রীতিলতা সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না। মাস্টারদা স্মৃতিরক্ষা কমিটি যেটুকু করার করছে। কিন্তু এ নিয়ে আরো সরকারি তৎপরতা ও নাগরিক সচেতনতা বাড়ানো উচিত।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি শ্রীধর মণ্ডল পিতা নরেন্দ্রনাথ মণ্ডল। গ্রাম ও পোঃ কাষ্ঠকুড়ুম্বা, থানা ও জেলা— বর্ধমান-৭১৩৪২৬। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, বর্ধমানের নিকট ১০ মার্চ ২০১৬ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম Shubham Mondal যা তার জন্ম সংশাপত্রে ভুলবশত Subham Mondal নামে নথিভুক্ত হয়েছে। Shubham Mondal ও Subham Mondal এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫
Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা